27 APR. 2012
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম....৬......

সংবাদ

অস্থিরতায় চার বিশ্ববিদ্যালয়

বাদ ডেস্ক

ব্যাহত আন্দোলনে অস্থির হয়ে উঠেছে দেশের চার চ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দাবি াদায়ের লক্ষ্যে তারা বিক্ষোভসহ ক্লাস বর্জনের সংস্কৃতি চালু রেছে। এ সমস্যায় জাহাঙ্গীরনগর, প্রকৌশল, শাহজালাল জ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে শিক্ষা বিস্তারে এ চার শ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে পড়ছে। বাড়ছে শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ-ৎকণ্ঠা। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ভিভাবক মহল।

াবি : শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে প্রায় অচল হয়ে গছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি)। সংবাদের জাবি তিনিধি সানাউল্লাহ মাহী জানান, উপাচার্য অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবিরের পদত্যাগ দাবিতে দিনরাত উপাচার্যের বাসভবন অবরুদ্ধ করে রাখে আন্দোলনরত শিক্ষক সমাজ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ও সাধারণ শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। তবে গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী আকন্দের সঙ্গে বিভিন্ন অনিয়মের জের ধরে একই বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের দস্তাধস্তি হয়। পরে ওই দিন সন্ধ্যায় তিনি আশুলিয়া থানায় অধ্যাপক নাজমুল আলম, অধ্যাপক মোহা. তালিম হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক মো. নুহ আলম, ছালেহ আহাম্মদ খান, গাজী মোশারফ হোসেন, মো. আবদুল হালিম ও সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। যার মামলা নং ৬৮। পরে গতকাল রাত ১টায়

অস্থিরতায় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

অস্থিরতায় : বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ধ্যাপক মোহা. তালিম হোসেন ও হযোগী অধ্যাপক মো. নুহ আলমকে লিশ গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গেলে ফেটে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্ষক সমাজ। এরই জের ধরে রাত টা থেকে এ রিপোর্ট লিখা পর্যন্ত (সন্ধ্যা টা) উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে রেখেছে আন্দোলনরত শিক্ষক সমাজ। দিকে উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলতে াত ৪টায় রেজিস্ট্রার আবু বকর দ্দিক, সাড়ে ৪টায় ট্রেজারার অধ্যাপক াসির উদ্দিন ও ভোর ৫টায় প্রো-পাচার্য অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন পাচার্যের বাসভবনে প্রবেশ করে। ন্ত্র শিক্ষক সমাজের অবরোধের ারণে তারাও উপাচার্যের সঙ্গে অবরুদ্ধ য়ে পড়েন। অন্যদিকে আন্দোলনরত শক্ষক সমাজ তাদের পূর্ববর্তী ঘোষণা নুযায়ী গত বুধবারের ন্যায় সিলগালা রে রাখে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বন। ফলে কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রবেশ করতে না পারলে সম্পূর্ণরূপে ন্ধ হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ার্যক্রম। টানা দুইদিন প্রশাসনিক ভবন ন্ধ থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের ভোগ করতে হচ্ছে চরম ভোগান্তি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক জোটের নেতা-কর্মীরা বুধবারের ন্যায় ১১ দফা দাবি নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করলে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনের রূপ আরও কঠিক আকার ধারণ করে। সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি অলি মাহমুদ ও জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারের সাধারণ সম্পাদক মঈন মুনতাসীর কার্তিক উপাচার্যকে আগামী ৮ দিনের মধ্যে ১১ দফা দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হলে পদত্যাগ করার আহ্বান জানান। সাংস্কৃতিক জোটের দাবিগুলো হল বর্তমান অচলাবস্থা নিরসন করে নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা এবং এর জন্য উপাচার্য হিসেবে সব ব্যবস্থা গ্রহণ, সব আবাসিক হলের সিট বরাদ্দ প্রশাসনিকভাবে করা এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও অছাত্রদের হল থেকে বের করে দেয়া, ক্যাম্পাসে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত বাতিল, পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল সেন্টার নির্মাণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন লেক ও জমি ইজারা না দেয়া এবং ইজারাকৃত লেক ও জমির ইজারা বাতিল করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষার্থী সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বিভিন্ন ছাত্র-প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ। এদিকে সাংস্কৃতিক জোটের নেতা-কর্মীরা রুম বণ্টনে অনিয়মের অভিযোগ এনে টিএসসির পরিচালকের রুমসহ ৩টি রুমে তালা ঝুলিয়ে দিলে উপাচার্যের প্রশাসনের মদদপুষ্ট কয়েকজন সন্ত্রাসী লোহার পাইপ ও রড নিয়ে হামলা চালাতে আসে। পরে সাধারণ শিক্ষার্থীদের হস্তক্ষেপে তা নিয়ন্ত্রণে আসে।

অন্যদিকে বিভাগের অচলাবস্থার নিরসন ও নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষার দাবিতে ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল করেছে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

বুয়েট : বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষার্থী, শিক্ষামন্ত্রী ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের অনুরোধ উপেক্ষা করে ৭ এপ্রিল থেকে ক্লাস বর্জন অব্যাহত রেখেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা। জানা যায়, লাগাতার আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ক্লাসে ফিরতে গত দু-তিন দিনে শতাধিক শিক্ষক, উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষক নেতারা। তারা গত শনিবার বুয়েট ক্যাম্পাসে জরুরি সাধারণ সভা ডেকে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা উপদেষ্টা, উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করার বিষয়ে সাধারণ শিক্ষকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

শাবি : পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রতিবাদে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) বিভিন্ন অনুষদের প্রভাষকরা। সংবাদের শাবি প্রতিনিধি জানান, গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় রেজিস্ট্রার ভবনের সামনে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ভৌত বিজ্ঞান অনুষদ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসা প্রশাসন অনুষদ এবং লাইফ সায়েন্স অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত প্রায় অর্ধশতাধিক প্রভাষক এ অবস্থান ধর্মঘটে অংশ নেয়। অবস্থান ধর্মঘট দুপুর ১টা পর্যন্ত চলে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রার ভবনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লাইড সায়েন্স অনুষদে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৪ বছরের ডিগ্রি এবং অন্য চারটি অনুষদের ক্ষেত্রে ৫ বছরের ডিগ্রি নীতিমালা গৃহীত হয়ে আসছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে পদোন্নতির জন্য শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ৩ বছর ধরা হয়। তাছাড়া পদোন্নতির ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাইড সায়েন্স অনুষদে মাস্টার্সধারীদের ২ বছরের নীতিমালা রয়েছে। ফলে একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী হয়েও অ্যাপ্লাইড সায়েন্স অনুষদে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয়ার কারণে অন্য অনুষদের শিক্ষকদের চেয়ে ২ বছর বেশি সিনিয়র হয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া অ্যাপ্লাইড সায়েন্স অনুষদে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয়ার পর ছুটি ছাড়া মাস্টার্স করার সুযোগ পাচ্ছেন। ফলে চাকরির ক্ষেত্রে একটি বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে বলে বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষকরা আন্দোলন করছেন। অবস্থান ধর্মঘটে অংশ নেয়া রসায়ন বিভাগের প্রভাষক বেলাল হোসেন জানান, এ বৈষম্য দূর করার জন্য আমরা তিন বছর ধরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করে আসছি। আগামী রোববার আমরা সংবাদ সম্মেলন করব। তাতেও প্রশাসন বৈষম্য দূরীকরণে কোন পদক্ষেপ না নিলে আমরা ক্লাস বর্জনের মতো কর্মসূচি ঘোষণা করব। তিনি আরও জানান, শাবি ছাড়া বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সার্বজনীন নীতিমালা আছে এবং বুয়েটসহ বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএসসি ছাড়া পদোন্নতির সুযোগ নেই। পদোন্নতির ক্ষেত্রে একটি সার্বজনীন নীতিমালা প্রণয়ন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি তিনি জোর দাবি জানান। অবস্থান ধর্মঘটের পর প্রভাষকদের পক্ষে তিন সদস্যের একটি দল উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ উদ্দিন জানান, শিক্ষকরা তাদের দাবিগুলি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। আমরা আগামী সিন্ডিকেট মিটিংয়ে তাদের দাবির ব্যাপারে আলোচনা করব।

কুয়েট : চার শিক্ষকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার এবং ক্যাম্পাসে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধের দাবিতে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়েট) শিক্ষক সমিতি গতকালও অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করেছে। সংবাদের কুয়েট প্রতিনিধি জানান, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা ১০মিনিট পর্যন্ত শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাসুদের নেতৃত্বে এ কর্মবিরতি পালন করেন শিক্ষকরা। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মোহাম্মদ মাসুদ বলেন, চার শিক্ষকের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা না হলে ১ মে পর্যন্ত অর্ধদিবস কর্মবিরতি পালন করা হবে। এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে ২ মে থেকে অনির্দিষ্টকাল পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালিত হবে। তবে একাডেমিক পরীক্ষা এর আওতামুক্ত থাকবে বলে তিনি জানান।

প্রসঙ্গত কুয়েটের অমর একুশে হলের বার্ষিক প্রীতিভোজে ছাত্রলীগ নেতাদের নানা অনিয়মের প্রতিবাদ করায় সন্ত্রাসী ও বহিরাগতদের সশস্ত্র হামলায় ১ ও ২ জানুয়ারি ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ সময় বিভিন্ন হল, একাডেমিক ভবন, উপাচার্যের বাসভবন ও যানবাহন ভাঙচুর করা হয়। বহিরাগতদের হামলা ও পুলিশের লাঠিচার্জে বহু শিক্ষার্থী আহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে কুয়েট শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আরিফ হোসেনসহ কয়েকজন শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়। পরে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে জড়িত এক ছাত্রসহ চার শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভাঙচুর ও লুটপাটের মামলা করা হয়।

আইএইচটি : গত বুধবার দু'পক্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটের চট্টগ্রাম ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি)। সংবাদের চট্টগ্রাম প্রতিনিধি জানান, ইনস্টিটিউটের ছাত্রাবাসে প্রথমবর্ষ ও দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্রদের মধ্যে টিভি দেখা নিয়ে বুধবার কথা কাটাকাটি হয়। গতকাল সকালে এ নিয়ে তাদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হলে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এরপর বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কায় একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরি সভায় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ঘোষণা করে দুপুর ২টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাস ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।